সংবাদ

তারিখ ... 13 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৯ ভাদ্র ১৪১৯
Dhaka : Thursday 13 September 2012

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের গুণ্ডামি বন্ধ করুন

পরপর দুই দিনে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মীদের পিটিয়ে নতুন সংবাদের জন্ম দিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মঙ্গলবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল কর্মীদের ফ্রি স্টাইলে পেটানোর সচিত্র খবর এক দিন পরপর দেশের প্রভিটি দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। দুই জায়গাতেই এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে পুলিশের নাকের ডগায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের পর পুলিশও ছাত্রদল পেটানোর উৎসবে যোগ দেয়। সরকারি দল বলে কথা। পুলিশ কেন আসবে ভাবখানা এমনই ছিল।

একদিকে পুলিশের নিস্পৃহতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অন্যদিকে অবাধে পেটানোর দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে এ ধরনের ঘটনা আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঘটতে পারে। কারণ দুই দিনের ছাত্র পেটানোর ঘটনায় অপরাধী ছাত্রলীগের একজনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে কোন খবর বের হয়নি। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও কোন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে বলে সহযোগী একটি দৈনিক গত বুধবার জানিয়েছে। এটি আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যেখানে পুলিশ হাত গুটিয়ে বসেছিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মীরা কী করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এত যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে সেখানে তার নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী কোনদিন কোন প্রতিকার করতে পেরেছে বলে আমরা শুনিনি। সে ক্ষমতা এদের নেই। কারণ এরাও নতজানু ছাত্র নেতৃত্বের কাছে।

ছাত্রলীগ নেতৃত্ব বলেছে, তারা ছাত্রদল কর্মীদের পেটায়নি। ওরা অছাত্র ছিল। সাধারণ ছাত্ররাই ওদের পিটিয়েছে। অছাত্র বলেই পেটাতে হবে কেন? কে ছাত্রলীগকে অছাত্র পেটানোর অধিকার দিয়েছে। তাছাড়া ওরা যদি অছাত্র হয়েই থাকে তবে তাতে ছাত্রলীগের কী? ছাত্রদলের নেতারা ছাত্র কী অছাত্র সেটা ছাত্রদল এবং বিএনপির বিবেচনার বিষয়। ছাত্রলীগকে গুণ্ডামি করতে হবে কেন?

প্রকৃত অর্থে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন হলেই বিরোধীদের পেটাবে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির এ গুণ্ডামির ধারাই অক্ষুণ্ন রাখল ছাত্রলীগ। গত বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলেও গুণ্ডামির এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছিল ছাত্রদল। এখন ঘটাচ্ছে ছাত্রলীগ।

সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন মার দেবে, অন্যরা মার খাবে। সরকারি দলের ক্যাডার তাদের 'বীরত্বের' জন্য প্রায়ই পুরস্কৃত হন। অন্যদিকে বিরোধীদলের 'মার খাওয়ারা' সংগ্রামী ও ত্যাগী ভাবমূর্তি গড়ে তুলে অপেক্ষায় থাকেন, কখন দল ক্ষমতাসীন হবে এবং তাদের মার খাওয়ার বিনিয়োগের লাভ জুটবে। উল্লেখ্য, এসব সন্ত্রাসী ঘটনা বিচারহীনই থেকে যায়।

আমরা মনে করি, বিষয়টি ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের মধ্যে নয়; বিষয়টি তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির চরিত্রের। সেখানে উভয় গ্রুপই মানসে ও কর্মসূচিতে নস্ত্রান লালন করে।

প্রতিপক্ষকে পিটিয়ে ছাত্রলীগ মূলত ক্যাম্পাসে একটি নতুন সংকট ডেকে আনল। এর রাজনৈতিক খেসারত সরকারি দলকে গুনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পরিবেশও হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। যদি পাল্টাপাল্টি শুরু হয়ে যায় তবে তার দায়ভার ছাত্রলীগকেই নিতে হবে। ইতোমধ্যেই ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নি ডাক্তারদের কর্মবিরতি শুরু হয়েছে।

আমরা চাই এ গুণ্ডামির পুনরাবৃত্তি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়ার আগেই সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটা বন্ধে তৎপর হবেন। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ছাত্রদলের কর্মীদের পিটিয়েছে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। অছাত্রসুলভ সন্ত্রাসী এ তৎপরতার জন্য এদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়কেও ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা এ ঘটনার নিন্দা জানাই।